সর্বোচ্চ ৩২.৫°
সর্বনিম্ন ২৫.৭°
জলপাইগুড়ি
বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৭৮ শতাংশ
বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস ঃ মেঘলা আকাশ, বৃষ্টির সম্ভাবনা

আমার শহর
উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১২ জুলাই ২০১৮ তেরো

বর্ষায় বেহাল রাস্তা, আম্রুত প্রকল্পের পাইপলাইন পাতা বন্ধ করল পুরসভা

বর্ষার মরশুমে এমনিতেই অনেক জায়গায় রাস্তা খারাপ হয়ে যায়। আমরা ইতিমধ্যেই বেশকিছু রাস্তা মেরামত করেছি। কিন্তু পাইপলাইন পাতার জন্য যে সমস্ত রাস্তা খোঁড়া হচ্ছে সেগুলি বর্ষার জমা জলে আরও বেশি করে ভেঙে যাচ্ছে। এর জেরে বাসিন্দাদের চলাফেরায় খুবই সমস্যা হচ্ছে। তাই আমরা বৃষ্টি পুরোপুরি না থামা পর্যন্ত রাস্তা খুঁড়ে পাইপলাইন পাতার কাজ বন্ধ রাখছি।

–মোহন বসু, চেয়ারম্যান জলপাইগুড়ি পুরসভা

জলপাইগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ বর্ষার কারণে জলপাইগুড়ি পুরসভা আম্রুত (অটল মিশন ফর রিজুভেনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন) জলপ্রকল্পের পাইপলাইন পাতার কাজ বন্ধ করল। বুধবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে আপাতত এই কাজ বন্ধ রাখতে পুর চেয়ারম্যান মোহন বসু নির্দেশ দেন। সম্প্রতি অতিবৃষ্টির ফলে পুরো এলাকার অনেক রাস্তা নষ্ট হয়ে যায়। এই অবস্থায় পাইপলাইনের কাজ করলে রাস্তার আরও ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আপাতত বৃষ্টির মরশুম চলাকালীন পাইপ পাতার কাজ বন্ধ থাকবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। যেহেতু ১৩ এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তার পাশে পাইপ পাতার জন্য যথেষ্ট জায়গা রয়েছে এবং সেখানে এই মুহূর্তে পাইপ পাতার কাজ চলছে। তাই এই দুটি ওয়ার্ড বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত ওয়ার্ডে নতুন করে পাইপলাইন পাতার কাজ বন্ধ রাখতে পুর কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান মোহন বসু বলেন, 'বর্ষার মরশুমে এমনিতেই অনেক জায়গায় রাস্তা খারাপ হয়ে যায়। আমরা ইতিমধ্যেই বেশকিছু রাস্তা মেরামত করেছি। কিন্তু পাইপলাইন পাতার জন্য যে সমস্ত রাস্তা খোঁড়া হচ্ছে সেগুলি বর্ষার জমা জলে আরও বেশি করে ভেঙে যাচ্ছে। এর জেরে বাসিন্দাদের চলাফেরায় খুবই সমস্যা হচ্ছে। তাই আমরা বৃষ্টি পুরোপুরি না থামা পর্যন্ত রাস্তা খুঁড়ে পাইপলাইন পাতার কাজ বন্ধ রাখছি। বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই কাজ বন্ধ রাখা হচ্ছে।'

প্রসঙ্গত, এক বছরেরও বেশি সময় ধরে জলপাইগুড়ি পুরসভা এলাকায় আম্রুত জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের কাজের মধ্যে পুর এলাকায় আটটি জলের ট্যাংক তৈরি, বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহের জন্য পুর এলাকায় ২২১ কিলোমিটার পাইপলাইন পাতা এবং জল পরিশোধন করার প্রকল্প তৈরির কাজ রয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে পাইপলাইন পাতার কাজ ইতিমধ্যেই প্রকল্পের কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদারি সংস্থা শুরু করেছে। এই কাজ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, ওয়ার্ডের বেশকিছু ভালো রাস্তাও পাইপলাইন পাতার কাজে ভাঙা পড়ছে। সেই সমস্ত রাস্তা সঙ্গে সঙ্গে মেরামত না হওয়ার জেরে বৃষ্টি হলেই রাস্তাগুলি চলাচলের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। ভাঙা রাস্তাগুলির জায়গায় বৃষ্টির জল জমে থাকছে। বড়ো গাড়ি এই ভাঙা রাস্তাগুলি দিয়ে যাতায়াত করলেই সমস্যা বাড়ছে। সম্প্রতি অতিবৃষ্টিতে জলপাইগুড়ির শহরে বেশকিছু রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যার ফলে সমস্যা আরও বেড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করেই বর্ষার মধ্যে নতুন করে পাইপলাইন পাতার কাজ পুরসভা আপাতত বন্ধ রাখছে।

বুধবার নতুন ভবন উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মাল পরিমল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান। ছবি ঃ বিদেশ বসু

মালের বাস টার্মিনাস ও কলেজ ভবনের উদ্‌বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

মালবাজার, ১১ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার বিকেলে রিমোট কনট্রোল ব্যবস্থার মাধ্যমে মাল পুরসভার অত্যাধুনিক বাস টার্মিনাস ও মাল পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনের (আইনস্টাইন ব্লক) উদ্‌বোধন করেন। এই উদ্‌বোধনকে কেন্দ্র করে মালবাজারে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। জোড়া উদ্‌বোধনকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট মহল আনন্দে ভাসল।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন উত্তরকন্যা থেকে দূরনিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার মাধ্যমে উদ্‌বোধনগুলি করেন। পরিবহণ দপ্তরের টাকায় মাল পুরসভার বাস টার্মিনাসটি তৈরি হয়েছে। ১.২০ একর জমিতে নির্মিত বাস টার্মিনাসের নির্মাণকাজে ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এই টার্মিনাসে ১২০টি বাস থাকতে পারবে। টার্মিনাসের উদ্‌বোধনকে স্বাগত জানিয়ে বাস টার্মিনাস চত্বরে আয়োজিত স্বাগত অনুষ্ঠানে মালের বিধায়ক বুলু চিকবড়াইক, মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা, মালের মহকুমাশাসক সিয়াদ এন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পুরসভার বহু বাসিন্দা, যাত্রী সহ পাহাড় থেকে আসা বাসিন্দারাও উপস্থিত ছিলেন। গরুবাথানের বাসিন্দা তথা যুদ্ধবীর উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষিকা প্রণীতা গুরুং বলেন, 'নানা কাজে আমাদেরকে মাল শহরে আসতে হয়। আধুনিক বাসস্ট্যান্ড না থাকায় এতদিন সমস্যা পোহাতে হত। অনেক সময় বৃষ্টিতে ভিজে বা রোদে পুড়ে বাস ধরতে হত। আধুনিক বাস টার্মিনাস তৈরি হওয়াতে সেই সমস্যা মিটল।' রাঙামাটি চা বাগানের বাসিন্দা বাবলু মাঝি বলেন, 'মাল বাসস্ট্যান্ড থেকে বিভিন্ন বাস দূরদূরান্তে যাতায়াত করে। আজকে আধুনিক টার্মিনাস চালু হওয়াতে পরিকাঠামোর আমূল রূপান্তর হল। এখন যাত্রীদের কোনো সমস্যাই থাকবে না।' মাল শহরের পঞ্চানন কলোনির বাসিন্দা গোবিন্দ জানা বলেন, 'কয়েক বছর আগেও সন্ধ্যা নামতেই বাসস্ট্যান্ড চত্বর অন্ধকারে ডুবে যেত। সন্ধ্যার পর এই তল্লাটে বাসিন্দাদের আনাগোনা থাকত না। এখন পরিস্থিতি আমূল বদলে গিয়েছে। ঝাঁ চকচকে শপিং মল আগেই চালু হয়েছিল। এবারে আধুনিক বাস টার্মিনাসও চালু হল।' মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নের ডালি সাজিয়ে মালবাজারকে ভরিয়ে দিয়েছেন। মাল শহরের উপর দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের তো বটেই, ভুটানেরও বহু গাড়ি চলাচল করে। এই বাস টার্মিনাসের মাধ্যমে সবাই পরিসেবা পাবেন।'

পরিবহণ দপ্তরের টাকায় মাল পুরসভার বাস টার্মিনাসটি তৈরি হয়েছে। ১.২০ একর জমিতে নির্মিত বাস টার্মিনাসের নির্মাণকাজে ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এই টার্মিনাসে ১২০টি বাস থাকতে পারবে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে ২ কোটি ৩৯ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা খরচ করে মাল পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের নবনির্মিত বিজ্ঞান ভবনটি তৈরি করা হয়েছে। আইনস্টাইন ব্লক হিসাবে নামাঙ্কিত ভবনটিতে চারটি তলা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন রিমোট কনট্রোল ব্যবস্থার মাধ্যমে মাল পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের নবনির্মিত বিজ্ঞান ভবনের উদ্‌বোদনও করেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে ২ কোটি ৩৯ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা খরচ করে এই নির্মাণকাজ করা হয়েছে। আইনস্টাইন ব্লক হিসাবে নামাঙ্কিত ভবনটিতে চারটি তলা রয়েছে। এদিন কলেজে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মালের বিধায়ক বুলু চিকবড়াইক, কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা নন্দিতা সরকার, অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের রাজ্য কমিটির সহসভাপতি তেজকুমার টপ্পো, নাগরাকাটার প্রাপ্তন বিধায়ক জোশেফ মুন্ডা, সোনগাছি চা বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ম্যানেজার রাধেশ্যাম খান্ডেওয়াল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কলেজের ছাত্র নেতা সুরজিৎ দেবনাথ, বিট্টু দে প্রমুখ বলেন, 'কলেজের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হল।' ভারপ্রাপ্ত আধ্যাপিকা নন্দিতাদেবী বলেন, 'চলতি শিক্ষাবর্ষেই আমরা বিজ্ঞান বিভাগের পঠনপাঠন নতুন ব্লকে স্থানান্তরিত করব।'

পুরসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ কংগ্রেসের

জলপাইগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ জলপাইগুড়ি পুরসভার বিরুদ্ধে একগুচ্ছ দুর্নীতির অভিযোগ তুলে জলপাইগুড়ি শহর ব্লক কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্ব অতিরিক্ত জেলাশাসকের মাধ্যমে জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাল। শহর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তথা জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন উপপুরপ্রধান পিনাকী সেনগুপ্ত বলেন, 'বর্তমান পুরবোর্ড আইনের কোনো তোয়াক্কা না করে একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু করেছে। পুর প্রশাসনে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। প্রতি মাসে একটি করে বোর্ড মিটিং হওয়ার কথা থাকলেও ২০১৭ সালে পুরসভায় মাত্র দুটি বোর্ড মিটিং হয়েছে। চলতি বছরের জুলাই মাস পর্যন্ত মাত্র একটি বোর্ড মিটিং হয়েছে।'

কংগ্রেসের অভিযোগ, পুরসভা শৌচালয় নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি মানছে না। গ্রিন সিটি প্রকল্পের টাকা অপচয় করা হচ্ছে। বেআইনিভাবে পছন্দের ঠিকাদারদের কাজ পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। সবার জন্য ঘর প্রকল্পে পুরসভা সময়মতো কাজে ব্যর্থ। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নেই। টেন্ডারের আগেই মৌখিক নির্দেশে অবৈধভাবে কাজের অর্ডার দেওয়ার নজিরও রয়েছে। প্রতি বর্ষাতেই জলপাইগুড়ি শহর জলবদ্ধতার সমস্যায় পড়লেও সমস্যা মেটাতে কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থাই নিচ্ছে না। এর জেরে বাসিন্দাদের ভোগান্তি চরমে উঠছে। নিয়ম ভেঙে এলাকায় উঁচু বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। কংগ্রেসের অভিযোগ, জলপাইগুড়িকে পুরনিগমে উন্নীত করা হবে বলে বর্তমান পুরপ্রধান মোহন বসু পুর নির্বাচনের আগে সবাইকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কোনো পদক্ষেপই করেনি। জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতাল ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিসেবা নিয়ে কংগ্রেস অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। দুই হাসপাতালের চিকিৎসা পরিসেবার মানোন্নয়নের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগের দাবি জানানো হয়েছে। জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রকে কর্মচঞ্চল করার দাবি জানানো হয়েছে। জেলার তপশিলি, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের স্টাইপেন্ডের টাকা সময়োচিতভাবে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। জলপাইগুড়ি ফার্মাসি ইনস্টিটিউটের পাঠক্রমের অনুমোদন বহাল রাখার বিষয়ে কংগ্রেস সরব হয়েছে।

তিস্তায় নৌকাবিহার

জলপাইগুড়িতে সমীরের ক্যামেরায়।

বাসি খাবার রুখতে ফ্রিজ ব্রাত্য ধূপগুড়ি পুরসভার ক্যানটিনে

সপ্তর্ষি সরকার ● ধূপগুড়ি

১১ জুলাই ঃ মাস কয়েক আগে বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁয় ভাগাড়ের পচা মাংস পাচারের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর তোলপাড় হয়েছিল গোটা রাজ্য। শুধু কলকাতা বা দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকেও ছোটো–বড়ো রেস্তোরাঁ এবং ফাস্টফুড কর্নারে ফ্রিজে জমিয়ে রাখা বাসি মাংস ও খাবার পাওয়া গিয়েছিল। এর জেরে নড়েচড়ে বসেছিলেন পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। ধূপগুড়িতেও পুরসভার তরফে কয়েকবার হানা দেওয়া হয়েছিল শহরের আনাচে–কানাচে বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁয়। সাধারণ মানুষের মতে, এই নজরদারির চাপে অনেকেই বাসি খাবার বিক্রি বন্ধ করেছেন। হোটেল মালিকদের কথা, ভাগাড় কাণ্ডের পর খদ্দেররাও দোকানের ফ্রিজে রাখা খাবার, বিশেষত মাংস বা মাছের পদ খেতে ইতস্তত করছেন। অন্যদিকে, শহরে খাবারের মান নিয়ে যারা নজরদারি চালাচ্ছে, সেই পুরসভার নিজের হেঁশেলে পচা ও বাসি খাবার রুখতে অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ধূপগুড়ি পুরসভার ক্যানটিনে গিয়ে দেখা গেল, বাকি সব থাকলেও দেখা নেই ফ্রিজের। ক্যানটিন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, পুরকর্তারাই ক্যানটিনে ফ্রিজ রাখতে মানা করেছেন। এই কারণে দিনের খাবার দিনে শেষ না হলে তার পুরোটাই ফেলে দিতে হচ্ছে তাঁদের। তবে তা নিয়ে আক্ষেপ নেই ক্যানটিন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা বনশ্রী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাদের।

গোষ্ঠীর সভানেত্রী ললিতা রায় আরও দুজনকে নিয়ে রোজকার রান্নার কাজ সামলান। তিনি জানালেন, প্রতিদিন ভাত, রুটি, লুচি ছাড়াও ডাল, মাছ এবং মাংস রান্না করা হয়। এছাড়া টিফিন হিসেবে ডিম–পাউরুটির টোস্ট, এগরোল, ডিমের কারি, নুডলস এবং চা হয় সারাদিনই। ফ্রিজ যেহেতু নেই, তাই হিসেব করে রান্না করতে হয়। প্রায় প্রতিদিন সবটাই শেষ হয়ে যায়। মাঝেমধ্যে যেটুকু থেকে যায়, তা ফেলে দিয়ে যান। পুরকর্তাদের আদেশ রয়েছে কোনোভাবেই ক্যানটিনে বাসি খাবার রাখা যাবে না।

ক্যানটিনে এখনও কেনা জল দিয়ে রান্নার কাজ হলেও ইতিমধ্যে পুরসভার তরফে জল শোধনের মেশিন বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুরসভার স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী, আধিকারিক, কাউন্সিলার এবং পুরকর্তাদের অনেকেই রোজ এই ক্যানটিনে মধ্যাহ্নভোজ সারেন। প্রতিদিন নানা কাজে পুরসভায় আসা অতিথিদের খাবারও এখান থেকে যায়। সব মিলিয়ে প্রতিদিন দেড়শো থেকে দুশো লোকের খাবার তৈরি হয় এখানে। ক্যানটিনে ফ্রিজ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা নিয়ে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'যাঁরা ক্যানটিন পরিচালনা করছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। প্রতিদিন বহু মানুষ এখানে খাওয়াদাওয়া করেন। আমি নিজে রোজ এখানে খাই এবং ক্যানটিনে আসি। ফ্রিজ ছাড়া কোনো অসুবিধা আজ অবধি আমার চোখে পড়েনি বা গোষ্ঠীর সদস্যারাও কোনো অভিযোগ বা সমস্যার কথা জানাননি।'

পুরসভার স্যানিটেশন তথা ফুড সেফটি অফিসার অঞ্জন রায় বলেন, 'আমরা চাই না, কোনো কারণে এই ক্যানটিনের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠুক। আমার যা মনে হয়েছে তাতে ফ্রিজ না রাখলেও ক্যানটিনে বড়ো কোনো সমস্যা হয় না।'

গাঁজা উদ্ধার, ধৃত ত্রিপুরার ৩ যুবক

জলপাইগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ গাঁজা পাচারের অভিযোগে তিন যুবককে গ্রেফতার করল জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা হল পূর্ণসাধন জামাতিয়া, কুফুলা জামাতিয়া ও শ্যামল দেববর্মা। ধৃতরা প্রত্যেকেই ত্রিপুরার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। তাদের কাছ থেকে ৭২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি গাড়ি। বুধবার বিকেলে তিস্তা সেতু সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই যুবকদের গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার আইসি বিশ্বাশ্রয় সরকারের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল তিস্তা সেতু সংলগ্ন পুলিশ চেকপোস্টে অপেক্ষা করছিল। ময়নাগুড়ির দিক থেকে গাড়িটি আসতেই তারা গাড়িটিকে আটকে তল্লাশি শুরু করে। গাড়ির মাঝের সিটের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় গাঁজার বেশ কয়েকটি প্যাকেট। আইসি বলেন, 'আমরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি ওই গাঁজা শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক মূল্য প্রায় চার লক্ষ টাকা। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে বৃহস্পতিবার তাদেরকে আদালতে পেশ করব।'

ধূপগুড়ি থানার ১১৪তম জন্মদিন ঃ বুধবার এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধূপগুড়ি থানার ১১৪তম জন্মদিন উদ্‌যাপিত হল। এই উপলক্ষ্যে কেক কাটা হল। ধূপগুড়ি থানার সমস্ত কর্মী–আধিকারিক ছাড়াও জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) নিমা নরবু ভুটিয়া ও ডেপুটি পুলিশ সুপার (ক্রাইম) মানবেন্দ্র দাস উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসের ২ তারিখে তৎকালীন ইংরেজ সরকার এক আদেশনামায় শালবাড়ি থানার অধীনে ফালাকাটা এবং ধূপগুড়ি ফাঁড়ি তৈরি করে। ১৯০৫ সালের ১১ জুলাই আর–এক আদেশনামায় ফালাকাটা ও ধূপগুড়ি ফাঁড়িকে পূর্ণাঙ্গ থানা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। আইসি সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'ঐতিহাসিক এই দিনটি পালন করে খুবই ভালো লাগল।' –সংবাদচিত্র

জলপাইগুড়ি ফার্মাসি ইনস্টিটিউট ভুল স্বীকার কর্তৃপক্ষের

জলপাইগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ জাতীয় পতাকা দিয়ে কলেজের ফাইলপত্র ঢেকে রাখার ঘটনায় জলপাইগুড়ি ফার্মাসি ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ সদর মহকুমাশাসকের কাছে তাদের ভুল স্বীকার করল। জেলাশাসকের নির্দেশে সদর মহকুমাশাসক রঞ্জনকুমার দাস বুধবার সকালে ফার্মাসি ইনস্টিটিউটে যান। সেখানে গিয়ে তিনি কলেজের অন্যান্য সমস্যার পাশাপাশি জাতীয় পতাকা দিয়ে ফাইলপত্র ঢেকে রাখার ঘটনার বিষয়েও জানতে চান।

পরে তিনি বলেন, 'ঘটনায় কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের ভুল স্বীকার করেছে। বাইরের বেশকিছু কর্মী বর্তমানে কলেজে নানা কাজ করছেন। তাঁরা কোনোভাবে ঘটনাটি ঘটিয়ে থাকতে পারেন বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ মনে করছে। তবে ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের কোনো ঘটনা না ঘটে সেজন্য কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হয়েছে।'

–সংবাদ নিউজ সার্ভিস